ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী -১২
জসিম মল্লিক
(পূর্ব প্রকাশের পর)

খিলগাঁও সুরাইয়াদের বাসায় যেতে অনেকটা সময় লাগলো। গলির ভিতর ঘিজি ঘিজি রিক্সা। একটা দোকান থেকে বজলু প্রচুর মিষ্টি কিনলো।

সুরাইয়া বললো এত মিষ্টি কে খাবে!

তুমি খাবে। আমরা সবাই খাবো।

সুরাইয়াদের পাঁচতালা বাড়ি। ওরা পাঁচ তালায়ই থাকে। চারতালায় ওর এক খালা থাকে ভাড়া। অন্যান্য তালাও সব ভাড়া দেয়া। ওদের দুটো দোকান আছে। তাও ভাড়া দেয়া। ওর বাবা মারা যাওয়ার সময় এসব রেখে গেছেন। এগুলোই ওদের আয়ের উৎস। সুরাইয়ার বয়স বাইশ তেইশ হবে। এবছর অনার্স ফাইনাল দেবে।

ওরা যখন পৌঁছলো তখন রাত আটটা হয়ে গেছে। দরজা খুললো সুরাইয়ার বোন। মেয়েটিকে দেখে চোখ চরক গাছ হয়ে গেলো বজলুর! নজরকারা সুন্দরী মনে হয় একেই বলে। সুরাইয়ার চেয়ে এক বছরের বড়। পিঠাপিঠি। বজলুকে পরিচয় করিয়ে দিল ওর বোন আর মায়ের সাথে। সুরাইয়ার মা খুব শান্ত একজন মহিলা।

কিছুক্ষন আগে কারেন্ট চলে গেছে। বেশ গরম রাগছিল বজলুর। কিন্তু বালো লাগছিল খুব। চমৎকার সুরাইয়াদের ফ্যামিলিটা। সবাই এত ভালো। ওর বোনটা বেশ হাসি খুশী।

সুরাইয়া বললো চলেন ছাদে যাই।

চলো।

ছাদে যেয়ে দেখলো হালকা চাঁদ উঠেছে। যদিও ঢাকার আকাশে চাঁদ দেখা যায় না। ফুর ফুওে বাতাস। চারিদিকে বিল্ডং আর বিল্ডিং। বিদেশে এ রকম গায়ে গায়ে বিল্ডিং থাকে না। এক বিল্ডিং থেকে আর এক বিল্ডিং এর কিছু দেখা যায় না, এমনকি কেউ ডাক দিলেও কিছু শোনা যাবে না।

সুরাইয়া।

উ।

তুমি খুব ভাল।

আগেও বলেছেন।

আমাকে তুমি করে বলো প্লীজ।

সুরাইয়া খুট করে হেসে বলল, না।

ওরা চুপচাপ হাঁটছে ছাদে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সুরাইয়া মেয়েটি এত কম কথা বলে! মেয়েটিকে বুঝতেই পারছে না। হঠাৎই বজলু বলল, আমি কী তোমার হাতটা ধরবো!

না।

বজলু থমকে বলল, কেনো সুরাইয়া!

আমি একজনকে ভালবাসি। ঢাকায়ই থাকে।

ওহ। আইএ্যাম সরি।

না না ইটস ওকে।

১৬.

মানুষ বদলে গেছে। মানুষ আর আগে মতো নাই। বজলু ওর চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষে দেখলো চমৎকার সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে। অভিজ্ঞতার ঝুলি মোটামুটি ভরে উঠছে। ওর এই তিরিশ বছর বয়সে এতো অভিজ্ঞতা বোধকরি ষাট বছরেও কারো হয়না। বজলুর ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। অসুস্থতার কারনে কয়েকটা দিন বোনাস থাকা হয়ে গেলো। আর তিন দিন পর ফ্লাইট। দেশের মানুষ যতই বদলে যাক চমৎকার জীবন এখানকার। বৈচিত্র্য আছে। বিদেশের মতো না। প্রানের স্পন্দন আছে। নিজের দেশ বলে কথা। সেই উনিশ বছর বয়সে দেশ ছেড়েছে। গত পাঁচ বছর থেকে বলতে গেলে প্রতি বছর দেশে আসে বজলু। মা আছে বলেই আসে। না হলে এত ঘন ঘন আসা হতো কিনা কে জানে। অনেক উচ্ছাস নিয়ে আসে প্রতি বছর কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনা। কিছু বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে ফিরে যেতে হয়। যাদের দেখে গেছে তাদের কাউকে হয়ত আর দেখবে না। তাছাড়া মানুষ অনেক বদলে গেছে।
বিদেশেও রয়েছে বজলুর অসংখ্য সব অভিজ্ঞতা। এর শেষ কোথায় কে জানে! পাঁচ বছর আগে একবার একজন বলেছিল ওর আইকিউ নাকি পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকের আইকিউর সমান। কথাটা বজলুর একদম বিশ্বাস হয়নি। বজলুর আইকিউ খুউব ভালো নয়। ও যা মনে করে প্রায়শঃই তা হয় না। যা চায় তা ওর মতো করে পায় না।
এর মধ্যে সুরাইয়া একদিন ফোন করেছিল।
আপনি কী আমার উপর মাইন্ড করেছেন!
বজলু হেসে বলল, নাহ। মাইন্ড করবো কেনো।
আপনি অনেক ভালো। আপনাকে বাসার সবাই খুব লাইক করেছে!
কিন্তু তুমি করোনি।
আমিও করেছি। আমিরিকা গিয়ে ফোন করবে।
ওকে। শোনো সুরাইয়া তোমাকে কখনও ভুলবো না। তোমরাও অনেক ভালো। তুমি করে বলার জন্য ধন্যবাদ।
বজলু ফোনেই শুনতে পেলো সুরাইয়ার হাসি।
বিয়েতে দাওয়াত পাঠিও কিন্তু।
আসবে তো!
পাঠিয়েই দেখো না।
রূপা বা মিলা কারো সাথেই আর দেখা হয়নি। ফোনেও কথা হয় নি। স্বর্ণার কথা খুব মনে পরছিল। চাঁদনি রাতের সেই স্মৃতি। মেয়েটি কেমন পাগল না! আর ফোন দিলো না কখনও।
রানুর সাথে দেখা হলো কালকে। বজলু জানতো দেখা হবেই। এটা ঠিক যে মনে মনে একটু অভিমান পর্ব চলছিল। রানু এরকম মেয়েই না যে বজলুকে ভুলে যাবে। ও অন্যদের মতো না। ওর কথা যখন খুব ভাবছিল তখনই রানুর ফোন।
অনেক দিন বাঁচবি। একেই বলে টেলিপ্যাথি।
কোনো আমার কথা মনে করছিলা!
হু। ফোন দিসনি কোনো এতোদিন পাজী!
দেখলাম তুমি আমার কথা কতটুকু মনে রেখেছো।
আসলে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম। তারপর ঢাকায়ও ছিলাম না! তবে তোকে খুব মিস করেছি। ভেবেছিলাম আর কেউ না হলেও তুই খোঁজ খবর নিবি।
আসলে ভাইয়া আমার পরীক্ষা চলছিল..।
এনিওয়ে। পরশু চলে যাচ্ছি বুঝলি।

তোমার সাথে দেখা করবো ।
চলে আয় না ।
ওকে আসছি ।
রানু এসেছিল । বজলুর জন্য অনকেগুলো শার্ট কিনে নিয়ে এসেছে । সুন্দর করে সেজে এসেছিল রানু । অনেক গল্প করলো । বজলুর হাত ধরলো । গালে চুমুও খেয়েছিল । চোখে পানি চিক চিক করছিল । বজলুর খুব ইচ্ছে করছিল রানুকে অনেক আদর করে । কিন্তু ও কথা রেখেছে ।
শোনো আমি কানাডার সেই ছেলেকে বিয়ে করছি না ।
কোনো!
কারনটা বলতে চাইনা । বাবা মাও আর চান না ।
গুড! আমাকে আর খোঁজ করতে যেতে হচ্ছে না কি বলিস!
অফকোর্স নট!
তাহলে কাকে করবি! সেই মুরাদ ছেলেটাকে!
ধুর্‌ । ওই মেয়েটাকে কে বিয়ে করে!
বজলু হেসে ফেলল । (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
jasimmallik.wordpress.com